" প্রাচীনযুগ " — ১/২ নম্বর

(বৈশিষ্ট্য) — ধর্ম নিরপেক্ষতা — ও গোষ্ঠী কেন্দ্রিক

চর্যাপদ

— প্রাচীনযুগের বাংলাভাষার একমাত্র / শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

— বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ / আদি নিদর্শন / প্রাচীন নিদর্শন

— চর্যাপদ মূলত গানের সংকলন / কবিতার সংকলন

— মূল বিষয়বস্তু : বৌদ্ধ ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব-কথা ও এতে প্রাধান্য পেয়েছে সাধনা তত্ত্ব

— চর্যাপদকারদের বলা হয় 'মহাসিদ্ধ'

— 'পা' পদকর্তাদের সম্মান সূচক উপাধি

— রচনার মূল উদ্দেশ্য — ধর্মচর্চা

— রচয়িতা : বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণ (বৌদ্ধধর্মাবলম্বী) (৪৬ জন)

→ সহজিয়াদের ঘনিষ্ঠতা আছে বাউলের সাথে

—

চর্যাপদের নাম সমূহ

— চর্যাচর্য বিনিশ্চয় / আশ্চর্যচর্যাচয় / চর্যা চর্যবিনিশ্চয় / চর্যা গীতিকোষ / চর্যা গীতিকোষবৃত্তি ইত্যাদি

— চর্য — যা আচরণীয়;

অচর্য — যা আচরণীয় নয়;

বিনিশ্চয় — নিশ্চিতরূপে জানা যায়

অর্থাৎ, চর্যাচর্য বিনিশ্চয় অর্থ

— কোনটি আচরণীয়,

আর কোনটি আচরণীয় নয়

চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থ

- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ → Buddhist Mystic Songs
- সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ → নতুন চর্যাপদ
- আনোয়ার পাশা ও আব্দুল হাই → চর্যাগীতিকা
- সৈয়দ আলী আহসান → চর্যাগীতিকা / চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা

বিবিধ

- ১৯২৭ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, Buddhist Mystic Songs গ্রন্থে চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনা করেন
- তিব্বতি ভাষার অনুবাদক — কীর্তিচন্দ্র। তবে, ১৯৩৮ সালে এ অনুবাদ আবিষ্কার ও প্রকাশ করেন ড. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী
- Mystic Poetry of Bangladesh নামে চর্যাপদের ইংরেজী অনুবাদ করেন — হাসান জসীম উদ্দীন মওদুদ
- প্রথম ব্যক্তি হিসেবে চর্যাপদ মুখস্থ করেন — ঢা.বি. বাংলা বিভাগের ছাত্র জাকেরুল ইসলাম কায়েস (২০১৫ সালে, ৬ মে)
- নতুন চর্যাপদ আবিষ্কার করেন ঢা.বি. বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ। ২০১৭ সালের এপ্রিলে বই মেলায় নতুন চর্যাপদ তাঁরই প্রকাশিত বই।
- চর্যাপদ রচনাকালে বাঙালি জীবন ছিল — কৃষিভিত্তিক অর্থাৎ বাঙালি জীবনে মূল অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি ছিল — কৃষি
- রাগরাগিনী সংখ্যা চর্যাপদে — ২৬টি
- চর্যাপদ নামক বইয়ের লেখক — অতীন্দ্র মজুমদার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
  - → উপন্যাস — বেদের মেয়ে
  - → প্রবন্ধ — তৈল (বটদ)

কিন্তু বেদের মেয়ে (নাটক) ↳ জসীমউদ্দীন

চর্যাপদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ/লাইন

(০১) কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল

অর্থ – দেহ গাছের মতো এর পাঁচটি ডাল
চঞ্চল মনে এর ঢুকে পড়ে কাল

(০২) রুখের তেন্তলি কুম্ভীরেখাই (৪৩ BCS)

অর্থ – গাছের তেঁতুল কুমিরে খায়
চরনটি নারী করি কুক্কুরী পা ২নং পদের অন্তর্গত

(০৩) বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে

অর্থ – বলদ প্রসব করল, গাভী হল বন্ধ্যা

(০৪) পীঢ়া দুহিঅই এ তিনি ঝাঁঝে

অর্থ – পাত্রে দুধ দোহন করা যায়, হয় তিন সন্ধ্যায়

(০৫) হে ডাহে যাদ চড়িলি যাহি

অর্থ – ব্যাঙ কর্তৃক যাদ আক্রান্ত হয়

(০৬) নিতি নিতি শিআলা সিংহে সম জুঝই

অর্থ – শিয়াল সিংহের যুদ্ধ চলে অনুক্ষন
↳ নিরন্তর/প্রতিদিন

CamScanner

চর্যাপদের প্রবাদ বাক্য—

— প্রবাদ বাক্য - ৬টি

(১) আপনা মাংসে হরিণা বৈরী (কুক্কুরীপা, ৩৯ নং পদ)

-অর্থ — হরিণের নিজ মাংসই তার জন্য শত্রু

(২) হাতের কাঙ্কন যা লোউ দাপন (সরহপা, ৩২ নং পদ)

-অর্থ — হাতের কঙ্কন দেখার জন্য দর্পন প্রয়োজন হয় না

(৩) দুহিল দুধু কি কি বেণ্টে যামায়—(চেন্তনপা, ৩৩ নং পদ)

-অর্থ — দোহন করা দুধ কি বাটে প্রবেশ করানো যায়?

N.B. এই প্রবাদটি দ্বারা মূলত অসম্ভব কিছুকে বোঝানো হয়েছে

(৪) হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী—(চেন্তনপা, ৩৩ নং পদ)

-অর্থ — হাড়িতে ভাত নেই, অথচ প্রতিদিন প্রেমিকারা এসে ভীড় করে

(৫) বর সুন গোহালী কি মো দুহিঅ বলন্দে (সরহপা, ৩৯ নং পদ)

-অর্থ — দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো

(৬) আন ভাবেঁ আন বিনঠা—(কঙ্কনপা, ৪৪ নং পদ)

-অর্থ — অন্য ভাবিতে, অন্য বিনষ্ট

CamScanner

চর্যাপদের পদকর্তা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১ম পদকর্তা

- চর্যার ১ম পদ (কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল) এর রচয়িতা লুইপা। তিনি বাংলা সাহিত্যের আদি কবি। তিনি সংস্কৃতে অভিসময় বিমুক্ত নামে ৩টি গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রাচীনতম চর্যাপদের

- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মতে, শবরপা
- ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, লুইপা

আধুনিকতম পদকর্তা

- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার মতে, ভুসুকুপা

১ম বাঙালি পদকর্তা

- লুইপা ১ম বাঙালি হিসেবে পুনাঙ্গ পদ রচনা করেন

বাঙালি পদকর্তা

- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মতে, শবরপা ও ভুসুকুপা

চর্যার ৪৯ নং পদে ভুসুকুপা নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন।

চর্যাপদের শ্রেষ্ঠ কবি

- শবরপা (২৮ ও ৫০ নং পদের রচয়িতা)

— চর্যাপদের আবিষ্কৃত পদের সংখ্যা — ৪৬ ½ টি
(ড. শহীদুল্লাহ মতে)

[২৩ নং (ভুসুকুপা রচিত) পদটি খণ্ডিত আকারে, ৬ লাইন পাওয়া গেলেও বাকি ৪ লাইন পাওয়া যায় নি। আদাড়া, ২৪ নং (কাহ্নপা রচিত), ২৫ নং (তন্ত্রীপা রচিত) ও ৪৮ নং (কুক্কুরীপা) পদগুলো পাওয়া যায় নি]।

— চর্যাপদের টীকাকার — মুনিদত্ত / ~~সর্বানন্দ মহাপাত্র~~

— মুনিদত্ত ২২ নং পদের ব্যাখ্যা দেন নি

পদকর্তাদের রচিত পদসংখ্যা ও প্রাপ্ত সংখ্যা

— লুইপা (সর্বাধিক পদ রচয়িতা) — ১৩টি (প্রাপ্ত ১২টি)

— ভুসুকুপা (পদ্ম রচনায় ২য়) — ৮টি

— সরহপা — ৪টি

— কুক্কুরীপা (মহিলা) — ৩টি (প্রাপ্ত ২টি)

— লুইপা, শবরপা, শান্তিপা — ২টি

— অবশিষ্টরা — ১টি

— 'লাড়ীডোম্বীপা' পদকর্তার রচিত কোনো পদ পাওয়া যায় নি।

চর্যাপদের ভাষা

— হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, সান্ধ্যভাষা বা আলো-আঁধারি ভাষা

— ড. সুনীতি কুমারের মতে, বাংলাভাষা (DBL গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)
↳ চর্যাপদের গ্রন্থে ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম আলোচনা করেন।

— ড. শহীদুল্লাহ মতে, বঙ্গ-কামরূপী

— সুকুমার সেনের মতে, প্রচ্ছন্ন ভাষা

— চর্যাপদের ভাষার মিশ্রণ আছে
— বাংলা, হিন্দি, মৈথিলি, অসমিয়া, উড়িয়া

চর্যাপদের ছন্দ

— পদগুলো মূলত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত
— আধুনিক ছন্দের বিচারে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

চর্যাপদের পদসংখ্যা ও পদকর্তা (কবিগণ)

— ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, Buddist Mystic Song গ্রন্থ অনুসারে, পদসংখ্যা — ৫০টি; পদকর্তা — ২৩ জন

— কিন্তু সুকুমার সেনের, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) অনুসারে, পদসংখ্যা — ৫১টি; পদকর্তা — ২৪ জন

চর্যাপদ রচনার সময়—

— অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে, ৭ম – ১২শ শতাব্দীতে (পাল শাসনামলে)

— ড. শহীদুল্লাহ মতে, ৮০০ – ১২০০ (৭ম – ১২শ)

— ড. সুনীতি কুমার মতে, ৯৫০ – ১২০০ (১০ম – ১২শ)

— ড. সুকুমার সেনের মতে, ৯০০ – ১৩০০

চর্যাপদ আবিষ্কার ও প্রকাশ—

— মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজগ্রন্থাগার (রয়েল লাইব্রেরী) হতে ১৯০৭ সালে (১৩১৪ বাং) চর্যাপদ আবিষ্কার করেন (তিন বারে চেষ্টায়)।

— নেপালের রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন, "Sanskrit Buddhist Literature in Nepal" গ্রন্থে

— হর প্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বাং) চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরহপাদ ও কৃষ্ণপাদের দোহা এবং ডাকার্ণব এই চারটি গ্রন্থ একত্র করে নিজেই সম্পাদনা করেন "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" থেকে "হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা" নামে প্রকাশ—

— চর্যাচর্যবিনিশ্চয় প্রাচীন বাংলায় লেখা এবং বাকি ৩টি গ্রন্থ অপভ্রংশ ভাষায় রচিত।

CamScanner